দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB. 3 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ন্যাশনাল ব্যাংক স্কুলের বেতন একলাফে দ্বিগুণ ॥ ছাত্রছাত্রীদের তীব্র প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ দশ বছরে ছাত্র বেতন বাড়ানো হয়নি এক টাকা। অথচ কর্তৃপক্ষ রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাড়িয়ে করেছেন প্রায় দ্বিগুণ। ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের এই তুঘলকি সিদ্ধান্তে ছাত্রছাত্রীরা হতভম্ব,

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ন্যাশনাল ব্যাংক স্কুলের

(প্রথম পাতার পর)

অভিভাবক মহলে ছড়িয়ে পড়েছে দারুণ ক্ষোভ। শিক্ষার্থীরা অনেক দেন-দরবার, বাদ-প্রতিবাদ করেও বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রদ করতে পারেনি। এ জন্য নিরুপায় হয়ে তারা দল বেঁধে মঙ্গলবার জনকণ্ঠ কার্যালয়ে এসেছিল তাদের অভিযোগ জানাতে। বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে গত চারদিন ধরে ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজে হৈ চৈ চলছে। কলেজ শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করছে। স্কুলের গবর্নিং বডির চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষক-অভিভাবক মহলে। মগবাজার এলাকার বেশ ভাল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এখন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের মোট ব্যয়ের একটা বড় অংশ আসত ন্যাশনাল ব্যাংক ফাউন্ডেশন থেকে। কিন্তু গত কয়েক বছরে স্কুলের তহবিলে ফাউন্ডেশন থেকে অর্থের যোগান কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে। চরম আর্থিক সঙ্কটে খাবি খাচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই স্কুলের 'দায়' টানতে আর ইচ্ছুক নন, যেটা প্রকাশ পাচ্ছে তাদের ক্রমশ ক্ষীণ করে আনা আর্থিক সাহায্যে। মূলত ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তাগিদ ও চাপে গবর্নিং কমিটি বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়, আর সেই সিদ্ধান্ত গতমাস থেকে কোন পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই কার্যকর করেছে কর্তৃপক্ষ। স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বেতন গত বছর পর্যন্ত ছিল ২০০ টাকা, জানুয়ারি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০০ টাকা। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর বেতন যথাক্রমে ২৫০ ও ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ ও ৫০০ টাকা করা হয়েছে। ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন ৩৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছে। যাদের কম্পিউটার কোর্স রয়েছে তাদের বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে ৭০০ টাকা।

অভিভাবকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সাহাবুদ্দিন নামের এক অভিভাবক জনকণ্ঠকে টেলিফোনে বলেন, আমার ছেলেকে যখন ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক কলেজে ভর্তি করাই তখন কর্তৃপক্ষ একবারও বলেনি তারা বেতন বাড়াবে। কিন্তু বিনা নোটিসে তারা ৩৫০ টাকা থেকে বেতন বাড়িয়ে ৬৫০ টাকা করেছে। এত টাকা বেতন দিতে হবে জানলে আমার ছেলেকে এখানে ভর্তিই করাতাম না।

মঙ্গলবার একাদশ শ্রেণীর একদল ছাত্র জনকণ্ঠ কার্যালয়ে এসে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, এই সিদ্ধান্তটি কর্তৃপক্ষ এমন এক সময় নিয়েছে যখন আমাদের আর কলেজ বদলানোর উপায় নেই। কারণ গত ডিসেম্বরে আমাদের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। ছাত্ররা আরও অভিযোগ করেছে, ভর্তির সময় কর্তৃপক্ষ যেসব সুযোগ সুবিধা দানের আশ্বাস প্রদান করেছিল, তার কিছুই পূরণ করেনি। কলেজে কম্পিউটার কোর্স পড়ানো হয়, কিন্তু কম্পিউটার আছে মাত্র দু'টি। 'নষ্ট হয়ে যাবে' এই দোহাই দিয়ে সে দু'টিও ছাত্র-ছাত্রীদের ধরতে দেয়া হয় না। লাইব্রেরি রয়েছে একটা নামকাওয়াস্তে। কমনরুম নেই, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন পৃষ্ঠপোষকতা নেই।

ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় '৮৯ সালে। ন্যাশনাল ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডঃ এ আর মল্লিক, ব্যাংকের পরিচালক হাবিবউল্লাহসহ আরও কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর উদ্যোগে স্কুলটি চালু হয়। ক্যাডেট কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির হাল ধরেছিলেন অধ্যক্ষ এএফএম আবদুর রব। গত দশ বছরে রাজধানীর ভাল স্কুলের তালিকায় উঠে এসেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। এসএসসি পরীক্ষায় স্কুলটির ফলাফল খুবই ভাল। প্রতিবছর শতকরা ৯৯ ভাগ ছাত্রছাত্রীই প্রথম বিভাগে পাস করে, স্টার মার্ক পায় অর্ধেকেরও বেশি। এইচএসসিতে ভাল ফল করছে ছাত্রছাত্রীরা।

কলেজের অধ্যক্ষ এএফএম আবদুর রব বললেন, ছাত্র বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা বাধ্য হয়ে। কলেজের বাজেটে ঘাটতি বাড়ছে প্রতিবছর। বছরে আমাদের খরচ হয় ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা। প্রতিবছর বাজেট ঘাটতি থাকে ৭/৮ লাখ টাকা। তিনি বলেন, গত দশ বছরে আমরা এক টাকাও বেতন বাড়াইনি। রাতারাতি বেতন বাড়িয়ে দ্বিগুণ করাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে প্রশ্ন করা হলে অধ্যক্ষ বলেন, এটাই আমাদের ভুল হয়ে গেছে। উচিত ছিল ধাপে ধাপে বাড়ানো। কিন্তু এখন আমাদের আর কোন উপায় নেই। কারণ কলেজের ব্যয় মেটানোর এ ছাড়া কোন পথ নেই। ন্যাশনাল ব্যাংক স্কুল এ্যান্ড কলেজের তহবিলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আসত ন্যাশনাল ব্যাংক ফাউন্ডেশন হতে। গত কয়েক বছরে ফাউন্ডেশন অর্থ সাহায্য দারুণ কমিয়ে দিয়েছে। '৯৭ সালে দেয়া হয়েছিল ১৮ লাখ টাকা। '৯৮ সালে দেয়া হয়েছে মাত্র ৮ লাখ টাকা। আথচ স্কুলের বাড়ি ভাড়া বাবদই প্রতিমাসে ৯৫ হাজার টাকা খরচ হয়। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন খাতে মাসে ব্যয় হয় আরও ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন থেকে আয় হয় দেড় লাখ টাকা। এমটিওভুক্ত হওয়ার পর সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে মাসে ২৮ হাজার টাকা। প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিত আয়ের উৎস এখন কেবল এই দু'টি।

জানা গেছে, ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এখন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়ভার বহনে দারুণ অনীহা প্রকাশ করছে। ব্যাংকের কয়েকজন পরিচালক বোর্ড সভায় এভাবে অর্থের যোগান দিতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন। তারা স্কুলটিকে নিজের আয়ে চলার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এরকম চাপের মুখেই প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং কমিটি বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়।

ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের গবর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান আরও ভাল করার জন্যই আমরা বেতন বাড়িয়েছি। কারণ স্কুলে ভাল শিক্ষক দরকার, সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো দরকার। মোয়াজ্জেম হোসেন স্বীকার করেন যে, রাতারাতি বেতন বাড়িয়ে দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্তটি যথাযথ হয়নি। তিনি বলেন, তবে আমরা দরিদ্র ছাত্রদের বৃত্তি দেব। যারা ভাল ছাত্র, অথচ বেতন বৃদ্ধির ফলে অসুবিধায় পড়েছে, তাদের সাহায্য করা হবে। স্কুলের তহবিল সঙ্কট প্রসঙ্গে মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ন্যাশনাল ব্যাংক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের যেখানে ডিভিডেন্ড দেয়া যাচ্ছে না সেখানে স্কুলে অকাতরে অর্থ দেয়ার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি আছে। তাছাড়া আগে অনুদানের ওপর সরকারকে কর দিতে হতো না। এখন সেখানেও কর দিতে হচ্ছে। এর ফলে স্কুলে ব্যাংকের আর্থিক সাহায্য কমে গেছে।

ন্যাশনাল ব্যাংক পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রায় ৬০ বিঘা জমি রয়েছে সাভারে। সেখানে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক স্কুল ও কলেজ করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তহবিল সঙ্কটে এসব পরিকল্পনা এখন ভেস্তে যেতে বসেছে।